

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৮০৫

১/ বিবিধ

আরবী

إن الله إذا أراد أن يجعل عبدا للخلافة مسح يده على جبهته
موضوع

رواه الخطيب في " التاريخ " (2 / 150) من طريق مسرة بن عبد الله - مولى المتوكل على الله - قال: نبأنا الحسن بن يزيد قال: نبأنا عبد الله بن المبارك قال: نبأنا سليمان بن مهران: قال إبراهيم بن جعفر الأنصاري المعروف بالراهب عن أنس بن مالك مرفوعا، وقال: " مسرة بن عبد الله ذاهب الحديث ". قلت: وساق له الذهبي في ترجمته حديثا قال: إنه موضوع، ونقل الحافظ في " اللسان " عن الخطيب أنه قال: " هذا الحديث كذب، والحمل فيه على مسرة. قلت: ومن موضوعاته....

قلت: ثم ساق الحافظ له حديثا ثالثا فيظهر مما ذكرنا أن مسرة كذاب وضاع. فما كان يحسن بالسيوطي أن يورد هذا الحديث من رواية الخطيب هذه في " الجامع الصغير " ! لاسيما مع قول الخطيب: " إنه حديث كذب ". ولا يبرر له ذلك إتباعه إياه بحديث ابن عباس الآتي بعده، لأن فيه وضاعا أيضا، وإن خفي ذلك على بعضهم وكذلك ما رواه العقيلي في " الضعفاء " (417) وابن عدي في " الكامل " (2 / 327) وابن النجار (10 / 183 / 1) عن مصعب النوفلي عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. فقد قال العقيلي: " مصعب النوفلي مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه ". وقال ابن عدي: " وهذا حديث منكر بهذا الإسناد، والبلاء فيه من مصعب بن عبد الله النوفلي هذا، ولا أعلم له شيئا آخر ". وأما حديث

ابن عباس فهو: (الاتي)

বাংলা

৮০৫। যখন আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দাকে খেলাফাত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তার হাত দিয়ে তার ললাট মুছে দেন।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব “আত-তারীখ” (২/১৫০) গ্রন্থে মুসিররাহ ইবনু আবদিব্লাহ হতে তিনি আল-হাসান ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে তিনি সুলায়মান ইবনু মিহরান হতে তিনি ইবরাহীম ইবনু জাফার আল-আনসারী ... হতে বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেনঃ মুসিররাহ ইবনু আবদিব্লাহ যাহেবুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাফিয যাহাবী তার জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি বানোয়াট। হাফিয ইবনু হাজার “আল-লিসান” গ্রন্থে আল-খাতীবের উদ্ধৃতিতে বলেছেনঃ এ হাদীছটি মিথ্যা। মুসিররাহই হচ্ছে তার কারণ। আমি বলছিঃ এটি তার বানোয়াটগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাফিয ইবনু হাজার তার তৃতীয় একটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেনঃ মুসিররাহ মিথ্যুক, জালকারী। আল-খাতীবের বর্ণনায় সুযুতী হাদীছটি “আল-জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে ভাল করেননি। কারণ আল-খাতীব নিজেই বলেছেনঃ হাদীছটি মিথ্যা।

ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত সম্মুখের হাদীছটি তার কোন উপকারে আসবে না। কারণ তাতেও হাদীছ জালকারী রয়েছেন। অনুরূপ আবু হুরাইরার (রাঃ) হাদীছও হাদীছটিকে শক্তিশালী করে না। যেটি উকায়লী “আয-যোয়াফা” (৪১৭) গ্রন্থে, ইবনু আদী “আল-কামিল” (২/৩২৭) গ্রন্থে এবং ইবনুন নাজ্জার (১০/১৮৩/১) মুসআব আন-নাওফালী হতে ... বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেনঃ মুসআব আন-নাওফালী মাজহুল। তার হাদীছ নিরাপদ নয়। তার অনুসরণও করা যায় না। ইবনু আদী বলেনঃ এ হাদীছটি এ সনদে মুনকার।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71684>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন